বোরো ধানের বালাই দমনে কৃষক ভাইদের করণীয়

বালাইয়ের নাম: বাদামি গাছ ফড়িং (কারেন্ট পোকা)

আক্রমনের লক্ষণ: গাছের গোড়ায় অনেকগুলো বাদামী রঙের ছোট ছোট পোকা থাকে, এ পোকা আড়াআড়িভাবে চলাচল করে। এ পোকা ধান গাছের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে গিয়ে খড়ের মত হয়। এই অবস্থাকে "হপান বার্ণ" বলে।

ব্যবস্থাপনা:

আক্রান্ত জমির পানি অতিদ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
ধান গাছ দুই হাত অন্তর অন্তর (উত্তর-দক্ষিণে) বিলিকেটে সূর্যের আলো প্রবেশের ব্যবস্থা নিতে হবে।
জমিতে আলোকফাঁদ ব্যবহার করে পোকা-মাকড়ের উপস্থিতি নিরুপণ করতে হবে।
বিলিকৃত জমিতে গাছের গোড়ায় অনুমোদিত কীটনাশক (যেমন: সপসিন/মিপসিন ২৬ গ্রাম, প্লেনাম/পাইটাফ ৬ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানি মিশ্রণ তৈরি করে ৫ শতাংশ জমিতে) স্প্রে করতে হবে।

বালাইয়ের নাম: পাতা মোড়ানো পোকা

আক্রমনের লক্ষণ: এ পোকা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে ভিতরের সবুজ অংশ খায়, ফলে প্রথমে পাতা সাদা ও পড়ে পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

ব্যবস্থাপনা:

সাক্সেস ২.৫ এসসি ০.৭৫ লিটার প্রতি হেক্টর জমিতে/ডার্সবান ২০ ইসি ১.০ লিটার এক হেক্টর জমিতে, সেভিন ৮৫ এসপি ১.৭ কেজি প্রতি হেক্টর জমিতে স্প্রে করতে হবে।

বালাইয়ের নাম: ব্লাস্ট

আক্রমনের লক্ষণ: এ রোগে প্রথমে পাতায় ছোট ছোট চোখর আকৃতির হালকা ধুসর রঙের দাগ পরে। বেশী আক্রমণে পাতা পুড়ে গাছ বসে যায়। শীষের গোড়ায় আক্রমণ করলে শীস সাদা হয়ে যায়, ফলে ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়।

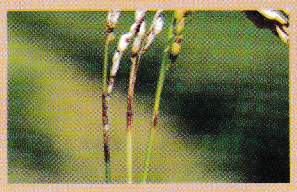

ব্যবস্থাপনা:

জমিতে পানি ধরে রাখা ।
বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার দেওয়া ।
শীষ ব্লাস্ট রোগ হওয়ার পরে দমন করার সুযোগ থাকে না তাই রোগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করলেই ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক, থোড় ফেটে শীষ বের হওয়ার সময় ১বার এবং এর ৭-১০দিন পর আরেকবার অনুমোদিত ছত্রাকনাশক (যেমন : ট্রাইসাইক্লাজল (ট্রুপার) ৮ গ্রাম/নাটিভো ৬ গ্রাম/ফিলিয়া ২০মিলি./প্রতি ১০ লিটার পানি মিশ্রণ তৈরি করে ৫ শতাংশ জমিতে উত্তম রুপে স্প্রে করতে হবে।

বালাইয়ের নাম: ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া (বিএলবি)

আক্রমনের লক্ষণ: ধানের পাতার কিনারা ও আগা থেকে ক্রমান্বয়ে শুকাতে থাকে। ফলে পাতা বিবর্ণ হয় এবং পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

ব্যবস্থাপনা:

পাতা পোড়া (বিএলবি) রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে ক্ষেতের পানি শুকিয়ে ফেলতে হবে এবং ৭-১০ দিন পর পুনরায় পানি সেচ দিতে হবে। ঝড়-বৃষ্টি বা রোগে আক্রান্ত হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
প্রাথমিকভাবে বিএলবি বা বিএলএস রোগের আক্রমন দেখা দিলে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ২০ গ্রাম দস্তা সার ১০ লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে বিকেলে স্প্রে করতে হবে । তবে ধান থোর বের হওয়ার আগে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করলেও ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

আপনার বোরো ধান ক্ষেতে উপরোক্ত বালাইয়ের আক্রমণ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন ।

প্রচারে ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পূর্বধলা, নেত্রকোণা ।